যায়যায়দিন

তারিখ ... 23 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে জমজমাট বাণিজ্য

এম মামুন হোসেন

প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জমজমাট বাণিজ্য। ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে একটি চক্র প্রার্থীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। খোদ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর এ অভিযোগ স্বীকার করেছে।

অভিযোগ উঠেছে, ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতার সঙ্গে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর এবং উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসের অসাধু কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। এ ধরনের বিস্তর অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা পড়ার পর কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। বিষয়টি আমলে নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের থানায় অভিযোগ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ। যায়যায়দিনের বিভিন্ন জেলা এবং উপজেলা প্রতিনিধি ও সংবাদদাতারা জানান, প্রধান শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর একটি চক্র কৌশলে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের মৌখিক পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখাচ্ছে। এছাড়া ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে সরকারি দলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরাও এলাকায় পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ চক্রটি মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র আছে বলে দাবি করছে। এক্ষেত্রে চক্রটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নামও বলছে।

> ক্ষমতাসীন দলের নাম ভাঙিয়ে একটি চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য শূন্য পদের বিপরীতে এ পরীক্ষায় ৮ লাখ ৭২ হাজার ৫৬৮ প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া সারাদেশের ৬১টি জেলায় একযোগে এ পরীক্ষা হয়। এবার প্রথমবারের মতো সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ৮০ নাম্বারের লিখিত পরীক্ষা ওএসআর

বাণিজ্য : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বাণিজ্য : শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিটে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার উত্তরপত্র অপটিক্যাল মার্ক রিডার পদ্ধতিতে কম্পিউটারে পরীক্ষা করে ফল প্রকাশ করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ২০ নাম্বার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নাম্বার লিখিত পরীক্ষার নাম্বারের সঙ্গে যোগ করে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (নিয়োগ) শাখা সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনায় পরীক্ষার ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা কমে যাবে।

রংপুর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফসিউদ্দিন আহমেদ বলেন, কোনো কর্মকর্তা এর সঙ্গে জড়িত থাকলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এবার পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করায় অল্প সময়ের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আগামী জুনের মধ্যে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান। তিনি জানান, আগামীতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। এসএসসি পাস করার পর মহিলাদের প্রাইমারি শিক্ষক হওয়ার সুযোগ আর থাকছে না। এছাড়া সরাসরি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের এন্ট্রি পয়েন্ট হবে সহকারী শিক্ষক। তারাই প্রমোশন পেয়ে প্রধান শিক্ষক হবেন।

শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্যের অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, পরীক্ষায় যে পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে তাতে স্বজনপ্রীতি বা দুর্নীতির কোনো সুযোগ নেই। একটি দুর্নীতিবাজ ও স্বার্থান্বেষী মহল চাকরি দেয়ার নাম করে নিরীহ চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিচ্ছে এ ধরনের অভিযোগ তিনি পেয়েছেন বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং এক্ষেত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা কোনো প্রভাব বিস্তারের সুযোগ নেই। প্রধান ও সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য কেউ টাকা-পয়সা দাবি করলে তা তাকে লিখিতভাবে অথবা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করার কথা বলেন। এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেবে।

এর আগে ৮ জানুয়ারি সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হয়। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র জালিয়াতি, ভুয়া পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যবহার, পরীক্ষার্থীদের পরিদর্শকদের সহযোগিতা করাসহ ব্যাপক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন জেলা থেকে ২০ ভুয়া পরীক্ষার্থী আটক করা হয়।